দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি সম্পর্কে

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেকদিন ধরেই একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল। রাজনৈতিক সরকারের সময় ব্যবস্থাপনা কমিটি ছিল স্থানীয় সাংসদ ও জনপ্রতিনিধি নির্ভর, যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয়করণ, দুর্নীতির ও রাজনীতির সুযোগ করে দিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সে ব্যবস্থা রহিত করে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেয়া হয়। জেলা প্রশাসক ও টিএনও সাহেব দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করতে থাকায় প্রশাসনের কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হতে থাকে, যা কোনো দেশের জন্য কাম্য নয়। যার কাজ তাকেই করতে হবে। নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের মাধ্যমেই দেশের উন্নতি সম্ভব।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, রাজনৈতিক সরকারের সময় জনপ্রতিনিধি হিসাবে স্থানীয় সাংসদরা তাঁদের এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করায় একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে, তেমনি দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়েছে এবং অন্যদিকে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা পথভ্রষ্ট হয়েছে। এহেন অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক ও দলীয়করণের প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। এছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও অরাজনৈতিক ব্যক্তি নিয়োগ দিতে হবে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা অধ্যাদেশ দৃঢ়ভাবে হওয়া জরুরি। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি নিম্নরূপ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি—

১।	সভাপতি	: প্রতিষ্ঠাতা—একক প্রতিষ্ঠাতা/ সর্বোচ্চ অনুদান দাতা বা তার মনোনীত প্রতিনিধি।
২।	সহ-সভাপতি	: অবসরপ্রাপ্ত সরকারি বা বেসরকারি কর্মকর্তা।
৩।	সচিব	: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান।
৪।	শিক্ষক প্রতিনিধি	: (ক) পুরুষ সদস্য—১ জন (খ) মহিলা সদস্য—১ জন
৫।	দাতা সদস্য	: (সর্বোচ্চ দাতা)—১ জন
৬	বিদ্যোৎসাহী সদস্য	: ১ জন
৭।	অভিভাবক	: (ক) ছাত্রের অভিভাবক—১ জন (খ) ছাত্রীর অভিভাবক—১ জন (পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক)।

পরিশেষে উল্লিখিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ড. আলাউদ্দিন আহমেদ,
৩/৩এ, পূর্ব রামপুরা, ঢাকা ১২১৯।